BCC&I
THE BENGAL CHAMBER

Prospects for North Bengal – Investments in Sustainability
25th January 2022

MEDIA DOSSIER:

Print Media: Uttarbanga Sangbad, Aajkaal

Electronic Media: Kolkata TV

Publication: Uttarbanga Sangbad	Date: 26.01.2022
Edition: Siliguri	Page: 8

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের আলোচনা সভা।

শিক্ষা-স্বাস্থ্যে লগ্নিতে জোর শিল্পপতিদের

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : উত্তরের কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া হোক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে। চা এবং পর্যটন শিল্পের বাইরেও যে উত্তরবঙ্গ পরিচিতি পেতে পারে, সেই বার্তা দিল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে আয়োজিত 'প্রসপেক্ট ফর নর্থবেঙ্গল-ইনভেস্টমেন্ট ইন সাসটেনেবিলিটি' শীর্ষক আলোচনা সভায় টাকার অঙ্কে নির্দিষ্ট কোনও বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা না পড়লেও, একাধিক শিল্পপতি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হাব তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন। এই দুটি ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হলে উত্তরবঙ্গের কেউই চিকিৎসা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যাবেন না বলে তাঁরা দাবি করেন। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কথাও অনেকে তুলে ধরেন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের নর্থ-ইস্ট এবং নর্থবেঙ্গলের চেয়ারপার্সন নয়নতারা পাল চৌধুরী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে জমির তেমন কোনও সমস্যা নেই। এশিয়ান হাইওয়ে হওয়ার পর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে হাব তৈরি অত্যন্ত জরুরি। অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এবার আমরা প্রোজেক্ট তৈরি করব।'

চা এবং পর্যটন উত্তরবঙ্গের চিরাচরিত শিল্প। গোটা উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বলা চলে এই দুই শিল্পকে। এদিনের আলোচনা সভাতেও টি টুরিজম ও হোমস্টে নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পপতি উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপর জোর দেন।

তাঁদের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার জন্য উত্তরের আট জেলার ছেলেমেয়েরা পুনে, বেঙ্গালুরু, দিল্লি যান। পড়াশোনা শেষ করে তাঁরা সেখানেই কাজ খুঁজে নেন ও বসবাস শুরু করেন। ফলে উত্তরবঙ্গের ওই পড়ুয়াদের মেধাকে রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ উত্তরবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে হাব তৈরির পরিবেশ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু পরিকাঠামো উন্নয়নের।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়ের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়নি। এই কাজ দ্রুত করতে হবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। এডুকেশন হাব তৈরি করা সম্ভব হলে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

উত্তরবঙ্গের সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরও অনেক মানুষের আস্থা নেই। চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ ভেলোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদে যান। শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের হাসপাতাল ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। কিন্তু নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের পাশাপাশি বিহার এবং অসমের একটা অংশের রোগীর চাপ থাকায় চাহিদা অনুসারে হাসপাতালগুলিতে সেই পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের কাউকে যাতে ভিনরাজ্য এবং কলকাতায় যেতে না হয়, তার জন্য আরও উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত হাসপাতাল প্রয়োজন বলে জানান নয়নতারাদেবী। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন অনেক শিল্পপতি। অন্যদের মধ্যে এদিন বক্তৃতা দেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বরূপকুমার চক্রবর্তী, ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচারের চিফ জেনারেল ম্যানেজার এআর খান প্রমুখ।

Publication: Aajkaal	Date: 26.01.2022
Edition: North Bengal Edition	Page: 10

আজকাল ১০
শিলিগুড়ি বুধবার ২৬ জানুয়ারি ২০২২

স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিপুল সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের বার্তা

নতুন উদ্যোগপতিদের নিয়ে শিল্প-বিকাশে উদ্যোগ

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি

নতুন উদ্যোগপতিদের সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গের শিল্প-বিকাশেও জোর দিতে চায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করে তারা। বিশেষ করে কর্মমুখী শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা— যা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের তারা সার্বিক সহযোগিতা করবে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির এক হোটেলে উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা এবং টেকসই বিনিয়োগ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা হয়। সেখানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী, মেডিকা গ্রুপ অফ হসপিটালসের চেয়ারম্যান ডাঃ অলোক রায়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বরূপকুমার চক্রবর্তী, নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার ড. এ আর খানের মতো ব্যক্তিত্বকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল। পাশাপাশি একদম নতুন উদ্যোগপতি তথা দাম্মির কর্ণধার সংযোগ দত্তকেও ডাকা হয় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার জন্য। এখানেই আগামীর পরিকল্পনা তথা উত্তরবঙ্গের শিল্প-বিকাশ নিয়ে উদ্যোগের কথা জানান বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তরফে নয়নতারা পালচৌধুরি।

নয়নতারা পালচৌধুরি আলোচনায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উত্তর-পূর্বে পর্যটন, ইকোট্যুরিজম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে। চা-পর্যটনও নজর কেড়েছে। যা গোটা বিশ্বকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এতে বাড়ছে কর্মসংস্থান। মেডিক্যাল ট্যুরিজম বাড়ছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে নতুন ব্যবসার সুযোগও তৈরি হচ্ছে। আমরা চাই নতুন যাঁরা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন, তাঁদের সবরকম ভাবে সাহায্য করতে। এজন্য রাজ্য সরকারের কী, কী সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে কিংবা নাবার্ডের সাহায্য কীভাবে পাওয়া যাবে, সমস্তটাই আলোচনা করা হচ্ছে।' উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের পর চা-বাগানের জমি অন্য কাজেও ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়ার পর ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিসিসি চাইছে এক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করুক ইচ্ছুকরা।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে এর চারদিকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ-সহ বিস্তীর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি রয়েছে। সেখানে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে প্রচুর মানুষ আসেন। পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। যার মাধ্যমে বহু কর্মসংস্থানও হতে পারে। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায় বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি গোটা বাংলাই ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় স্কুল করার পাশাপাশি এখানে নার্সিং কলেজ নিয়ে এসেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছেই। চুঁচুড়া স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি করা হচ্ছে। স্কুলের জমিগুলিতে সমাজমুখী নানা কাজ করছি। যাতে সমাজ উন্নত হবে, পাশাপাশি এলাকায় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এই কাজ আরও বেশি করে চলতে থাকবে।'

উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বেঙ্গল চেম্বার্সের আলোচনা। শিলিগুড়িতে। ছবি: শৌভিক দাস